জুমার খুতবা

2023/6/23 م

١٤٤٤/١٢/٥ه

সম্মানিত শায়খ ড.

আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিষয়:

যিলহজের প্রথম দশকের আমলসমূহ

a-alqasim.com

যিলহজের প্রথম দশকের আমলসমূহ[১]

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ, আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং নির্জনে ও গোপনে তাকে ভয় করে চলুন।

হে মুসলমনগণ!

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে কল্যাণের মৌসুমগুলো নবায়ন হয়; এগুলোর মধ্যে কোনটি সমাপ্ত হলে ইবাদতের আরেক মৌসুম শুরু হয়; যাতে বান্দারা তাদের পঙ্কিলতাগুলো ধুয়ে ফেলতে পারে এবং এর দ্বারা তাদের মর্যাদা উন্নীত হয়।

আমাদের মাঝে যিলহজ মাসের বরকতময় প্রথম দশক আগমণ করেছে। এগুলোই সর্বশ্রেষ্ঠ, ফজিলতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দিন যার রাতগুলোর শপথ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ অর্থ: [শপথ ফজরের।* শপথ দশ রাত্রির।] সূরা আল-ফজর: ১-২। মাসরূক রহঃ বলেন: ((এগুলো হল আযহার দশদিন যা বছরের শ্রেষ্ঠ দিন।)) এগুলো আল্লাহর সম্মানিত দিনগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং নির্দিষ্ট মাসগুলোর শেষাংশ যে মাসগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ অর্থ: [হজ হয় সুনির্দিষ্ট মাসগুলোতে।] সূরা আল-বাকারা: ১৯৭। কা'ব রহঃ বলেন: ((হারাম মাসসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হল যিলহজ মাস, আর যিলহজ মাসের মধ্য থেকে এর প্রথম দশকটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।)) এমনকি এই দশকের দিনগুলো রমজানের শেষ দশকের দিনগুলোর চেয়েও উত্তম। রাসূল সাঃ বলেন: ((**যিলহজ্বের প্রথম দশকের দিনগুলো দুনিয়ার সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ দিন।**)) সহীহ ইবনে

(১) ৫ই যিলহজ, ১৪৪৪ হিজরীতে জুমার দিনে মসজিদে নববীতে খুতবাটি প্রদান করা হয়।

হিব্বান। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((যিলহজের এই দশ দিন রমযানের শেষ দশ দিনের চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ। আর রমযানের শেষ দশ রাত যিলহজের প্রথম দশকের রাতগুলোর চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ।))

যেহেতু এই মৌসুমে নামাজ, রোজা, দান-সদকা, হজ ইত্যাদি প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলো একত্রে পালন করা যায়, যা অন্য মৌসুমে সম্ভব নয়, তাই যিলহজের প্রথম দশকের এত মর্যাদা ও ফজিলত।

রাত ও দিনসমূহের মাঝে মৌসুমভিত্তিক পার্থক্য ও শ্রেষ্টত্বের দাবী হচ্ছে, উক্ত মৌসুমে যেসব কল্যাণ রয়েছে তা মুল্যায়ন করা। এ দশককে মুল্যায়নের উপায় হল: এ সময়ে বেশি বেশি সৎ আমল করা। কেননা যে কোন সৎ আমল এই মৌসুমে সম্পাদন করা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, হুবহু একই আমল অন্য সময়ে সম্পাদন করার চেয়ে। রাসূল সাঃ বলেন: ((**এ দিনগুলোর আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়।** তারা জিজ্ঞাসা করলেন: জিহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন: **জিহাদও নয়, তবে সে ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।**)) সহীহ বুখারী। ইবনে রজব রহঃ বলেন: ((এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার যে কোন দিনের চেয়ে শর্তহীনভাবে এই দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।)) সালফে সালেহীনগণ এ সময়ে অধিক পরিমাণে সৎ আমলের সাধনা করতেন। ((সাঈদ বিন জুবাইর রহঃ যিলহজ মাস শুরু হলে প্রথম দশকে অত্যধিক সাধনা করতেন যার পরিমাপ করা যেত না।))

আল্লাহ তায়ালার অন্যতম দয়া ও অনুগ্রহ যে, এই মৌসুমে বিভিন্ন রকমের ইবাদত ও আনুগত্যমূলক কাজ করা যায়। এ সময়ের শরীয়তসম্মত আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾

অর্থ: [যাতে তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।] সূরা আল-হাজ্জ: ২৮। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((আর সে দিনগুলো হল যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন।)) ফলে এই সময়গুলোতে আল্লাহর যিকির করা সর্বোত্তম ইবাদতের

শামিল। রাসূল সাঃ বলেন: ((**যিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল আল্লাহর কাছে অধিক গুরুত্ববহ ও প্রিয় নয়। অতএব এ দিনগুলোতে তোমরা বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পাঠ কর।**)) মুসনাদে আহমাদ। ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((এই দশ দিনে অন্যান্য নফল আমলের চেয়ে বেশি বেশি যিকির করা মুস্তাহাব। আর আরাফার দিবসের যিকির এই দশ দিনের বাকী দিনগুলোর চেয়ে আরো উত্তম।)) কুরআন তেলাওয়াত করা সর্বোত্তম যিকির, কেননা এতে আছে হেদায়াত ও স্পষ্ট জ্যোতী।

সাধারণভাবে এই দশকে সর্বদা তাকবীর পাঠ করা যিলহজের প্রথম দশকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ((যিলহজের প্রথম দশকের দিনগুলোতে ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা রাঃ বাজারে গিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিতেন, তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে বাজারের লোকজনও তাকবীর পাঠ করতেন।)) ইমাম বুখারী মুয়াল্লাক সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। আর বিশেষভাবে ফরজ নামাজের পর নির্দিষ্ট তাকবীর পাঠ করাও বৈধ, যা হাজীগণ ও অন্যান্যরা আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত পাঠ করবেন।

দান সদকা করাও একটি সৎ আমল, যা দ্বারা বিপদে মুক্তি মেলে ও দুশ্চিন্তা দূরীভুত হয়। বিশেষ করে যদি অভাবের সময় ও কল্যাণের মৌসুমে হয়ে থাকে, তাহলে তো সেটা আরো উত্তম! নবী সাঃ বলেন: ((**বিধবা ও মিসকীনদের ভরণপোষণে সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায়।** -বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন:-, **ঐ ব্যক্তি অক্লান্ত সালাত আদায়কারী ও অনবরত সিয়াম সাধনাকারীর সমতূল্য।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এই দশকের আরেকটি মুস্তাহাব আমল হচ্ছে: প্রথম নয় দিন রোযা রাখা। ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((এ দিনগুলোতে রোজা রাখা অনেক উত্তম আমল।)) আর আরাফার দিনের রোজা ((**বিগত এক বছর ও সামনের এক বছরের গোণাহ মিটিয়ে দেয়।**)) সহীহ মুসলিম। তবে হাজীদের জন্য এ দিনে রোজা না রাখাই উত্তম; রাসূল সাঃ-এর আমলের অনুসরণে এবং এ দিনে যেন বেশি বেশি দোয়া ও বিনয়তা প্রকাশে সক্ষম হয় সে আশায়।

আরাফার দিবস হল মুসলিমদের প্রকাশ্য মিলনমেলা, এ দিনটি আল্লাহর নিকট কামনা ও আশঙ্কা ব্যক্ত করা এবং তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হওয়ার দিন। এটা মুসলিমদের জন্য মুল্যবান দিন। রাসূল সাঃ বলেন: ((**আরাফার দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ তায়ালা সর্বাধিক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন।**)) সহীহ মুসলিম। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((আরাফার দিনে বিকেলে হাজীদের হৃদয়ে যে ঈমানী শক্তি, রহমত, নূর ও বরকত নাযিল হয় তা বর্ণনাতীত।))

দোয়া একটি উচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত; এর মাধ্যমে বান্দা তার চাহিদাগুলো মাওলার কাছে তুলে ধরে, তাঁর অবিরত অনুগ্রহ কামনা করে এবং এ আদেশটি পালনার্থে হৃদয় উজাড় করে তাঁর অভিমূখী হয়: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ অর্থ: [কাজেই আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।] সূরা আয-যুমার: ২। সুতরাং আরাফার ময়দানে ও অন্যান্য সময়ে আপনার চাওয়া তাঁর নিকটে ব্যক্ত করুন এবং আপনার বিপদের তাঁর নিকটেই মোনাজাত করুন, দোয়া কবুলের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন এবং মহাদাতার নিকট দোয়ায় মিনতি করুন। কেননা তিনিই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

অর্থ: [তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়।] সূরা ইয়াসীন: ৮২।

যিলহজের এই দশকেই রয়েছে কুরবানীর দিন যা আল্লাহর নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাসূল সাঃ বলেন: ((**আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হল কুরবানীর দিন।**)) সুনানে আবু দাউদ। এ দিনটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন। রাসূল সাঃ বিদায় হজে কুরবানীর দিনের ভাষণে বলেন: ((**সাবধান! তোমাদের এই দিন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত দিন। সাবধান তোমাদের এই মাস সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মাস।**)) মুসনাদে আহমাদ। এ দিনটি মুসলিমদের দুই ঈদের দিনের মধ্যে একটি এবং এটা ইসলামের একটি রুকন আদায়ের মাধ্যমে খুশি ও আনন্দ উদযাপনের দিন।

এ দিনটি হজের কার্যদিবসের মধ্যে উত্তম দিন, অধিক উদ্ভাসিত ও সর্বাধিক কার্যকে সমন্বয়কারী একটি দিন। এ দিনকেই বলা হয় ‘বড় হজের দিন’। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

অর্থ: [আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা ...।] সূরা আত-তাওবা: ৩।

কুরবানীর দিনেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও মুমিনদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি তাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ফলে তারা কখনো কিছু সংযোজনের প্রয়োজন অনুভব করবে না। তিনিই এটাকে সম্পূর্ণ করেছেন, তাই তাতে কোন ঘাটতি রাখবেন না এবং এটার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই কখনো এটাকে ঘৃণা করবেন না। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।] সূরা আল-মায়েদা: ৩। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((এ উম্মতের উপর এটা আল্লাহর এক বিশাল অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। ফলে তারা অন্য দ্বীনের এবং তাদের নবী ব্যতীত অন্য নবীর প্রয়োজন অনুভব করবে না।))

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকেই স্বীয় উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। নবী সাঃ বলেন: ((**আর তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।**)) সহীহ মুসলিম। কুরবানীর দিনে রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন: ((**আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?** তারা বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: **হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এ দিনেই নবী সাঃ তার উম্মতকে মানুষের কাছে দ্বীনের তাবলীগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ((**উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়; এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট ইলম পৌছানো হয় তিনি শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকেন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। মাজহারী রহঃ বলেন: ((এতে নবী সাঃ-এর হাদীস ও অন্যান্য শরয়ী ইলম শিক্ষাদানের প্রতি

উৎসাহপ্রদান রয়েছে। কেননা যদি শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ না থাকে তাহলে মানুষের নিকট থেকে ইলম চলে যাবে।))

কিন্তু ঈদের খুশির মধ্যেও অনেকেই আল্লাহর যিকির করতে ভুলে যায়! অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ অর্থ: [আর তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ কর।] সূরা আল-বাকারা: ২০৩। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((এ নির্দিষ্ট দিনগুলো হল আইয়ামে তাশরীক। এগুলো কুরবানীর দিনের পরের তিন দিন।)) রাসূল সাঃ বলেন: ((**আইয়ামে তাশরীক হল পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।**)) সহীহ মুসলিম। ইবনে হাজার রহঃ বলেন: ((যিলহজ্বের প্রথম দশকের ফজিলত প্রমাণিত, আর এর দ্বারা আইয়ামে তাশরীকেরও ফজিলত প্রমাণিত হয়।))

কুরবানী ও তাশরীকের দিনগুলোতে রয়েছে আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত যা আল্লাহর কাছে অত্যধিক প্রিয় আমল। এই ইবাদতকে নামাজের সাথে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ অর্থ: [কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।] সূরা আল কাউসার: ২। আল্লাহ তায়ালা উৎসাহ দিয়েছেন যেন ইখলাছের সাথে কুরবানী করা হয় এবং এক্ষেত্রে যেন অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয়। গর্ব, অহংকার, লোক দেখানো, সুনাম অর্জন অথবা সামাজিকতার খাতিরে কুরবানী করা উদ্দেশ্য যেন না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾

অর্থ: [আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত ও রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।] সূরা আল-হাজ্জ: ৩৭। হাদিসে এসেছে: ((**রাসূল সাঃ নিজ হাতে শিং বিশিষ্ট সাদা কালো রংয়ের হৃষ্টপুষ্ট দুটি দুম্বা কুরবানী করেছেন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে উত্তম হল: যা মানুষের নিকট উচ্চ দামের ও মানে সেরা। মুসলিম ব্যক্তির এমন পশুর উচ্চ মূল্যের কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নয়, কেননা এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। একটি বকরী কুরবানী ব্যক্তি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে। ঋণ করে কুরবানী করলেও তাতে সমস্যা নেই। কাজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কুরবানী করুন এবং নিজেরা তা থেকে আহার করুন,

অন্যদেরকে খাওয়ান ও কিছু সদকাও করবেন। তবে সদকার করার ক্ষেত্রে গরীবদেরকে প্রাধান্য দিন এবং হাদিয়া হিসেবে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে প্রদান করুন।

যিনি কুরবানী করার নিয়ত করেছেন তার জন্য এই দশকে নিজের চুল ও নখ কাটা নিষেধ। নবী সাঃ বলেন: ((**যার কাছে নিজে কুরবানী করার পশু রয়েছে, যিলহজের নতুন চাঁদ দেখতে পেলে সে যেন কুরবানী করার আগে তার চুল ও নখ না কাটে।**)) সহীহ মুসলিম।

রহমত ও কল্যাণের মৌসুমে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা অনেক বেশি। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই এর মধ্যে তোমর নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।] সূরা আত-তাওবা: ৩৬। কাতাদা রহঃ বলেন: ((অন্যান্য মাসের চেয়ে নিষিদ্ধ মাসসমূহে অন্যায় করা অধিক মারাত্মক গোনাহ। যদিও অন্যায় সর্বদা-ই মারাত্মক, কিন্তু আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় যে কোন বিষয়কে অধিক সম্মানিত করেন।))

পরিশেষে হে মুসলমানগণ!

সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন মাস, দিবস ও নির্দিষ্ট সময়কেন্দ্রিক কল্যাণের মৌসুমগুলোকে মুল্যায়ন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ইবাদত ও আনুগত্যমূলক আমল করে মাওলার সান্নিধ্য লাভ করেন!

আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শায়তানির রাজীম[১]

(১) অর্থ: আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

অর্থ: [তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও জমিনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছে তিনি এটা দান করেন; আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।] সূরা আল-হাদীদ: ২১।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ...

দ্বিতীয় খুতবা:

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলমানগণ:

ইসলাম ধর্মে তওবার উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। কেননা এটা সফলতা ও সৌভাগ্যের কারণ। আল্লাহ তায়ালা সকল বান্দার উপর সব ধরণের গোণাহ থেকে মুক্তির জন্য এটাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি বলেন: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ﴾ অর্থ: [তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না এবং ক্ষমা চাইবে না?] সূরা আল-মায়েদা: ৭৪। তিনি মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলেন: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ অর্থ: [হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যেন তোমরা সফল হতে পার।] সূরা আন-নূর: ৩১। স্বয়ং রাসূল সাঃ দৈনিক শতবার আল্লাহর কাছে তওবা করতেন। তিনি সাঃ বলেন: ((**হে মানবসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর। কেননা আমি নিজে তাঁর কাছে দৈনিক শতবার তওবা করি।**)) অর্থাৎ: আমি বলি: হে আমার রব! আমার তওবা কবুল করুন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম। বস্তুত আমাদের আরো বেশি তওবা করা প্রয়োজন। ঈদের দিনগুলোর মধ্যে বান্দার সেই দিনটিই তো শ্রেষ্ঠ যেদিন সে আল্লাহর কাছে তওবা করে। কা'ব বিন মালেক রাঃ এর তওবা কবুল হলে রাসূল সাঃ তাকে বললেন: ((**তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যতদিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দিনগুলোতে যিনি তওবা করেন তিনি তওবাকারী হিসেবে কতই না উত্তম ব্যক্তি! আর যিনি নিষ্ঠার সাথে তওবা করেন তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার গোনাহগুলোকে আল্লাহ তায়ালা সওয়াবে পরিণত করে দেন।

অতঃপর আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাপ্ত

خطبة الجمعة

١٤٤٤/١٢/٥هـ — 2023/6/23 م

فضيلة الشيخ

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

بعنوان

أعمال عشر ذي الحجة

مترجمة باللغة البنغالية

a-alqasim.com